পাহাড় ও টিলা কেটে সাদা মাটি উত্তোলন বন্ধে পূর্ববর্তী নির্দেশ বহাল রেখে হাইকোর্টের রায় প্রদান

নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলার মেজপাড়া, আরাপাড়া ও পাচকাহানিয়া মৌজা থেকে পাহাড় ও টিলা কেটে ও পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিত সাদা মাটি উত্তোলনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (**বেলা**) কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় (নং ১১৩৭৩/২০১৫) মহামান্য হাইকোর্ট উল্লেখিত মৌজাসমূহে পরিবেশগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ব্যতিত পাহাড় ও টিলা কেটে নির্বিচারে সাদা মাটি উত্তোলনকে আইন বহির্ভূত এবং বেআইনী ঘোষণা করেছেন। পরিবেশ আইন ও বিধিমালার সাথে সমন্বয় ব্যতিত উল্লেখিত মৌজাসমূহ থেকে সাদা মাটি উত্তোলন বন্ধের নির্দেশ দিয়ে আজ (১৯ জুলাই, ২০১৭) মাননীয় বিচারপতি জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ দাস্তগীর হোসেন এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব মো: আতাউর রহমান খান-এর সমন্বয়ে গঠিত মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ এ রায় প্রদান করেন।

মামলার প্রাথমিক শুনানী শেষে মাননীয় বিচারপতি জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ দাস্তগীর হোসেন এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব এ. কে. এম. সাহিদুল হক -এর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ গত ১৪ মার্চ, ২০১৬ তারিখে উল্লেখিত মৌজায় অবস্থিত পাহাড় ও টিলা কেটে এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ব্যতিত সাদা মাটি উত্তোলনকে কেন আইন বহির্ভুত ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে ৩ সপ্তাহের রুল জারি করেন। একইসাথে মামলা চলাকালীন সময়ে উল্লেখিত মৌজাসমূহ থেকে সাদা মাটি উত্তোলন প্রতিরোধ করতে বিবাদীগণের উপর নির্দেশ প্রদান করেন।

সাদা মাটি বা চিনামাটি সিরামিক শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৬৯ সাল থেকে বাংলাদেশে সাদামাটি উত্তোলনের কাজ শুরু হয়। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ নেত্রকোনা জেলার দূর্গাপুর উপজেলার মেজপাড়া, আরাপাড়া ও পাচকানাইহা মৌজা থেকে ১০টি চিহ্নিত কোম্পানী লীজ এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়াই যত্রতত্রভাবে পাহাড় ও ছোট টিলা কেটে সাদা মাটি সংগ্রহ করছে। ফলশ্রুতিতে এ অঞ্চলের পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দিয়েছে এবং গাছপালা ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। হাজং, গারো এবং অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের যাদের জীবন ও জীবিকা এই পাহাড় ও পাহাড়ী বনের উপর নির্ভরশীল, তারা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এমনকি পাহাড় কাটার ফলে প্রাণহানীর মত ঘটনাও ঘটেছে। এ বিষয়ে এলাকাবাসী **বেলা**'র নিকট আইনগত সহায়তা চেয়ে আবেদন করলে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে **বেলা** ২০১৫ সালে জনস্বার্থমূলক এই মামলা দায়ের করে।

মামলার বিবাদীগণ ছিলেন **সচিব,** ভূমি মন্ত্রণালয়; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়; **মহাপরিচালক**, পরিবেশ অধিদপ্তর; **মহাপরিচালক**, বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর; **পরিচালক**, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো; **জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার**, নেত্রকোনা, উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ; **উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা**, দূর্গাপুর উপজেলা, নেত্রকোনা, মেসার্স তাজমা সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লি:; বাংলাদেশ ইনসুলেটর এ্যান্ড স্যানিটারি ওয়্যার ফ্যাক্টরি লি:; মেসার্স পিপলস সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লি:; মেসার্স জাকের রিফ্যাক্টরি এ্যান্ড টাইলস এন্টারপ্রাইজ; মেসার্স মোমেনশাহী সিরামিক এ্যান্ড গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ; মেসার্স চায়না বাংলা সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লি:; মেসার্স ফু-ওয়াং সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লি:; মেসার্স জারডিন ইন্টারন্যাশনাল; মেসার্স বেঙ্গল ফাইন সিরামিক লি:; মেসার্স এস. আর. ইন্টারন্যাশনাল।